



37753 - তারাবীর নামায শযে সম্মলিতি মুনাজাত

প্রশ্ন

প্রশ্ন: তারাবীর নামায সংক্রান্ত সহি সুন্নাহ, এ সংক্রান্ত নব-প্রচলতি বদিত এবং তারাবীর নামায শযে সম্মলিতি মুনাজাত সম্পর্কে আমি জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশ্নের প্রথমাংশের জবাব জানার জন্য এ ওয়েব সাইটে ‘রোযা অধ্যায়’ এর অধীনে ‘তারাবী নামায ও লাইলাতুল ক্বদর’ পরচ্ছদে পড়া যতে পারে।

আর তারাবী নামাযের শযে সম্মলিতি দোয়া: এটি একটি বদিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যা আমাদের শরিয়তে নই সটো প্রত্যাখ্যাত।” [সহি মুসলিম (৩২৪৩)]

তারাবী নামাযের শযে পড়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে ‘সুবহানাল মালকিলি কুদ্দুস’ তনিবার বলা। তৃতীয়বারে উচ্চস্বর বলা। উবাই বনি কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ** (সূরা আ’লা), **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ** (সূরা কাফরুন) ও **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** (সূরা ইখলাস) দিয়ে বতিরিরে নামায আদায় করতেন। যখন সালাম ফরিতেন তখন বলতেন, **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ**, **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ**, **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ** (‘সুবহানাল মালকিলি কুদ্দুস’, ‘সুবহানাল মালকিলি কুদ্দুস’, ‘সুবহানাল মালকিলি কুদ্দুস’) এবং তাঁর স্বর উঁচু করতেন। [মুসনাদে আহমাদ (১৪৯২৯), সুনানে আবু দাউদ (১৪৩০), সুনানে নাসাঈ (১৬৯৯), আলবানী ‘সহিহুন নাসাঈ’ গ্রন্থে (১৬৫৩) হাদিসটিকে ‘সহিহ’ আখ্যায়িত করছেন]

তাছাড়া বতিরিরে নামাযে ইমাম তটো দোয়ায় কুনুত পড়বেন এবং ইমামের পছিনে মুসল্লিরা ‘আমীন’ বলবে; ঠকি যভোবে উমর (রাঃ) এর যামানায় উবাই বনি কাব (রাঃ) যখন লোকদের নিয়ে তারাবী নামায আদায় করতেন তখন করতেন। সুতরাং সম্মলিতি মুনাজাতের বদিআতের পরবির্তে এটাই তটো যথেষ্ট। জনকৈ কবী ঠকিই বলছেন:

সালাফদের অনুসরণই প্রভুত কল্যাণ, আর পরবর্তীদরে নতুনত্বই যত অকল্যাণ



আল্লাহই ভাল জানেন।